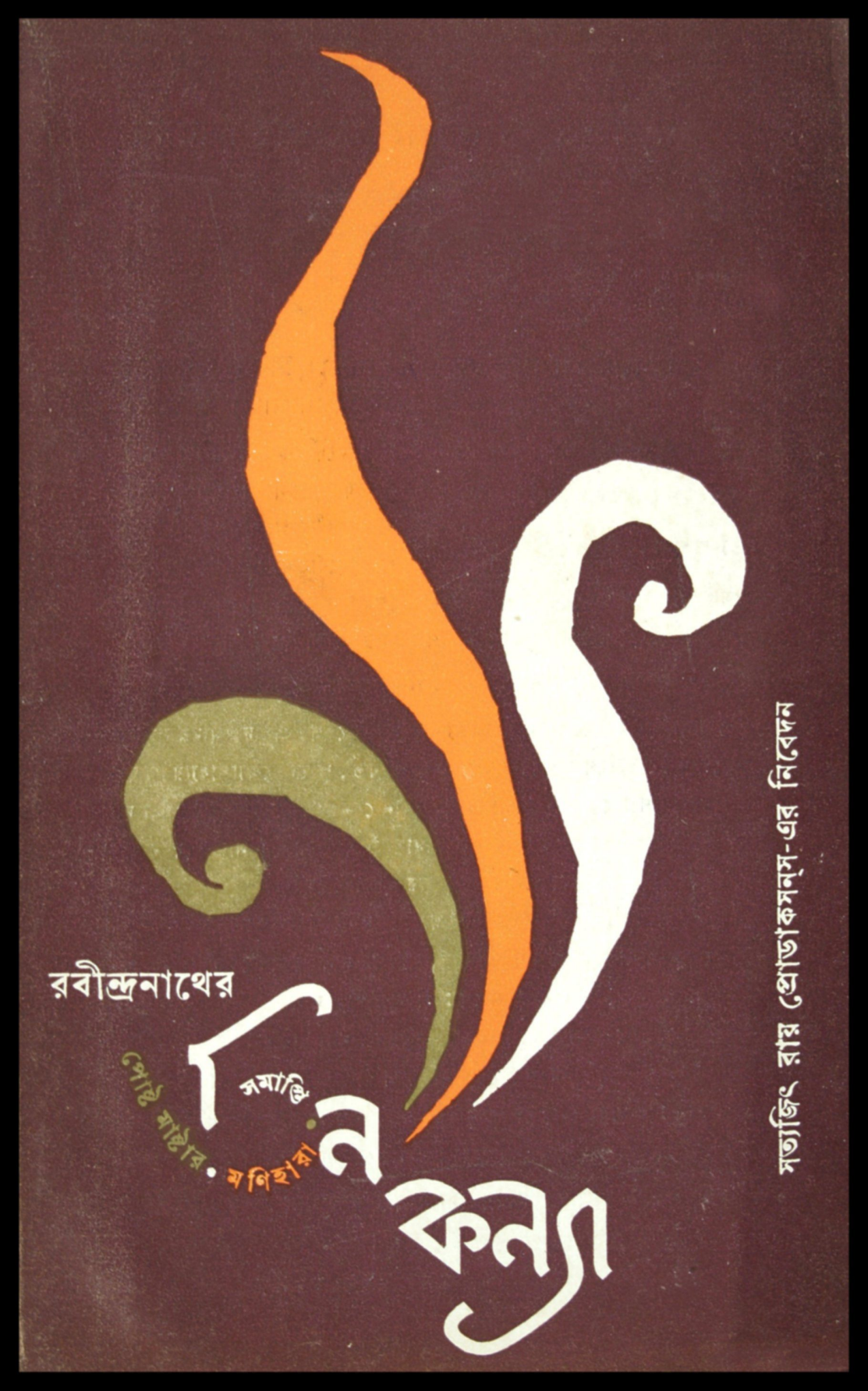

রবীন্দ্রনাথের

তিন কন্যা

পোস্টমাস্টার · মণিহারা · সমাপ্তি

সত্যজিৎ রায় প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন

সত্যজিৎ রায় প্রোডাক্‌সনস-এর নিবেদন

রবীন্দ্রনাথের তিন কন্যা

প্রযোজনা, চিত্রনাট্য, সংগীত ও পরিচালনা : **সত্যজিৎ রায়**

সহ প্রযোজক অমিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

আলোক-চিত্রশিল্পী : সৌমেন্দু রায়
শব্দগ্রহণ : দুর্গাদাস মিত্র
ব্যবস্থাপনা : অনিল চৌধুরী
মেক আপ : শক্তি সেন
শিল্প নির্দেশক : বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদক : দুলাল দত্ত
আবহসংগীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ
স্থির চিত্র : টেক্‌নিকা

দৃশ্যপট নির্মাণ : আর. আর. সিন্দে

সহকারিবৃন্দ

পরিচালনায় : শৈলেন দত্ত, নিত্যানন্দ দত্ত, তপেশ্বর প্রসাদ, অমিয় সান্যাল
আলোকচিত্র গ্রহণে : পূর্ণেন্দু বসু, কৃষ্ণ চক্রবর্তী, শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, পান্থ নাগ
শব্দগ্রহণে : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, রবীন সেনগুপ্ত, বিষ্ণু পরিধা, কালী দাস
ব্যবস্থাপনায় : ভানু ঘোষ, দুলাল দাস, নিতাই জানা, সনাতন দেবনাথ
শিল্প-নির্দেশনায় : সুরথ মণ্ডল, ছেদিলাল
সম্পাদনায় : তপেশ্বর প্রসাদ, কাশীনাথ বসু
আলোক-সম্পাতে : প্রভাস ভট্টাচার্য, ভবরঞ্জন দাস, সুভাষ ঘোষ, অনিল পাল
মেক্-আপে : পাঁচুগোপাল দাস
নেপথ্য কণ্ঠ : রুমা গুহঠাকুরতা, খনা রায় চৌধুরী
অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ : টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিও (প্রাঃ) লিঃ
পরিস্ফুটন : ইণ্ডিয়া ফিল্ম লেবরেটরিজ
তত্ত্বাবধায়ক : আর. বি. মেহতা
ক্যামেরা : অ্যরি ফ্লেক্‌স্

শব্দযন্ত্র : আর. সি. এ., ষ্ট্যানসিল হফ্‌ম্যান ও ওয়েষ্ট্রেক্‌স্

একমাত্র পরিবেশক : ছায়াবাণী প্রাইভেট লিঃ

মণিহারা

ফণিভূষণের কাকা ছিলেন মস্ত বড়োলোক। সেই কাকার মৃত্যুর পর ফণিভূষণ এসে হাজির হোলো মাণিকপুর গ্রামে তাঁর জমিদারীর উত্তরাধিকারী হয়ে। ফণিভূষণ নিঃসন্তান, তাই স্ত্রী মণিমালিকার দুঃখের অন্ত নেই। সব সময় সে চিন্তা করে, ভাবে তার বঞ্চিত জীবনের কথা—মা হতে সে পারলো না! এমন অবস্থায় মাণিকপুর গ্রামের নতুন পরিবেশ মণিমালিকার পক্ষে শুভ হবে বলে আশা করে ফণিভূষণ। কিন্তু হিতে বিপরীত হোলো, মণিমালিকার মনে দেখা দিলো কতকগুলো উপসর্গ—তার মধ্যে একটি হচ্ছে গয়না-গাঁটির ওপর তীব্র আসক্তি।

হঠাৎ একদিন ফণিভূষণের পাটের গুদামে আগুন লেগে বিস্তর ক্ষতি হয়ে গেল। দেখা দিলো সংকট। মণিমালিকার ধারণা হোলো—দেনা মেটাতে তার গয়নাগুলোর প্রয়োজন হবে। টাকা সংগ্রহ করতে ফণিভূষণ কলকাতা রওনা হয়ে যায়। স্বামীর অনুপস্থিতিতে মণিমালিকা তার যাবতীয় গয়না-পত্র নিয়ে পালিয়ে আসে। পথে নৌকাডুবিতে মণিমালিকা মারা পড়ে।

স্ত্রীর জন্যে নতুন একছড়া হার নিয়ে ফণিভূষণ ফিরে এসে দেখে তা নেবার জন্যে কেউ নেই!—না কী আছে? মণিমালিকার ক্ষেত্রে দেখা যায় গয়নার প্রতি অপরিসীম আসক্তি মৃত্যুর পরও বিদ্যমান। তাই পরলোক থেকে সে ফিরে আসে তার হার দাবী করতে।

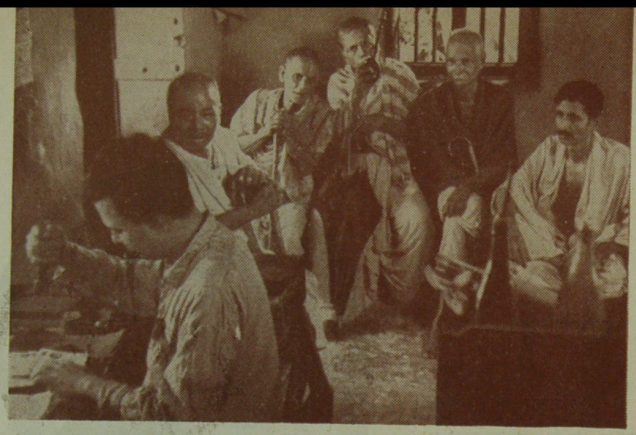

পোষ্ট মাষ্টার

দূর পাড়াগাঁয়ে শহুরে যুবক নন্দলাল পোষ্ট মাষ্টার হয়ে এলো। তার খবরদারিতে বহাল হোলো রতন—বছর দশেকের একটি অনাথা মেয়ে। আগের পোষ্ট মাষ্টার মশাই ছিলেন তিরীক্ষি মেজাজের বুড়ো; তাঁর কাছেও রতন কাজ করেছে কিন্তু কোনোদিন ভালো ব্যবহার পায়নি। তাই নন্দর সামান্য সহানুভূতির ছোঁয়া পেয়ে রতনের ছোট্ট বুকখানি ভরে যায় তার প্রতি মমতায়, ভালোবাসায়।

নিঃসঙ্গ গ্রাম্যজীবনে অনভ্যস্ত নন্দলাল নিদারুণ ম্যালেরিয়ায় ভেঙে পড়ে। শেষে কাজে ইস্তফা দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। ওই অসহায়া ছোট্ট মেয়েটি তাকে কী বাঁধনে যে বেঁধেছিলো তার প্রীতির গভীরতা সে অনুভব করে চলে আসার পূর্ব মুহূর্তটিতে।

সমাপ্তি

সদ্য কলেজী পড়া শেষ করে বেরিয়ে অমূল্য মায়ের পছন্দ-করা ক'নে নাকচ করে বিয়ে করে বসলো ডানপিটে মেয়ে মৃণ্ময়ীকে। প্রথম দর্শনেই মৃণ্ময়ীকে অমূল্য ভালোবেসে ফেলেছিলো। বিয়ে মানে স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি, যেটাতে মৃণ্ময়ীর বরাবরের আপত্তি! বিয়ের রাতে অমূল্যকে একলা পেয়ে মৃণ্ময়ী জানিয়ে দেয়, জোর করে তার এই বিয়ে দেয়া হয়েছে! বেশি রাত্রে সুযোগ বুঝে বাসর-ঘর থেকে সে পালিয়ে যায়।

পরের দিন সকালেই মৃণ্ময়ীকে ধরে বেঁধে ফিরিয়ে আনা হোলো এবং ব্যবস্থা হোলো তার উপযুক্ত শাস্তির।

অমূল্যর ভুল ভাঙে। স্ত্রীকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে সোজা চলে আসে কলকাতায়। স্বামীর অনুপস্থিতিতে মৃণ্ময়ীর এক আশ্চর্য মানসিক পরিবর্তন ঘটলো। এবারে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই স্বামীর কাছে ফিরে এলো কারণ সে বুঝেছে তাকে সে ভালোবাসে।

গান

পোষ্ট মাষ্টার

রতনের গান

বিজন কাননে সুনীতি-তনয়
কাঁদে কোথা হরি বলে
দু'নয়নে ধারা বয়।
আধো আধো স্বরে ডাকে বারে বারে
ভ্রমে শিশু বনে
নাহি কারও দেখা পায়॥

●

পণ্ডিত মহাশয়ের গান

কথা, সুর ও কণ্ঠ কৃষ্ণকালী ভট্টাচার্য

জাগে কেন সে মূরতি
জাগে হৃদে অনুক্ষণ
সদা চাহি ভুলিবারে
ভুলিতে পারি না কেন?
মোহের মুরতি ধরে
ধায় হৃদি তারি তরে
ফুটন্ত সে ছবিখানি
ভাসিতেছে সদা যেন॥

মণিহারা

মণিমালিকার গান

কথা ও সুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাজে করুণ সুরে হায় দূরে
তব চরণ তল চুম্বিত পন্থ বিনা
এ মন পান্থ চিত্ত চঞ্চল
জানি না কী উদ্দেশে।
যুথী গন্ধ অশান্ত সমীরে
ধায় উতলা উচ্ছ্বাসে
তেমনি চিত্ত উদাসীরে
নিদারুণ বিচ্ছেদ নিশীথে॥

মণিহারা

ফণিভূষণ ... কালী বন্দ্যোপাধ্যায়
মণিমালিকা ... কণিকা মজুমদার
মধুসূদন ... কুমার রায়
ভগীরথ ... খগেশ চক্রবর্তী
নায়েব ... সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়
স্কুল মাষ্টার ... গোবিন্দ চক্রবর্তী

পোষ্ট মাষ্টার

নন্দলাল ... অনিল চট্টোপাধ্যায়
রতন ... চন্দনা বন্দোপাধ্যায়
বিশে ... নৃপতি চট্টোপাধ্যায়
খগেন ... খগেন পাঠক
বিলাস ... গোপাল সেন

চরিত্রলিপি

সমাপ্তি

অমূল্য ... সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
মৃণ্ময়ী ... অপর্ণা দাশগুপ্ত
যোগমায়া ... সীতা মুখোপাধ্যায়
নিস্তারিণী ... গীতা দে
কিশোরী ... সন্তোষ দত্ত
রাখাল ... মিহির চক্রবর্তী
হরিপদ ... দেবী নিয়োগী

প্রচার সচিব রমেন চৌধুরী কর্তৃক ছায়াবাণীর পক্ষে সম্পাদিত ও প্রকাশিত ॥
ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত ॥